গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, জুন ২৪, ২০১৫

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "The project for Improvement of Meteorological RADAR system in Dhaka and Rangpur" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জাপান সরকার ২,৮৮১ (দুই হাজার আটশত একাশি) মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (সমপরিমাণ আনুমানিক ১৮৬.২৬ কোটি টাকা) অনুদান-সহায়তা প্রদান করবে। এ বিষয়ে আজ বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে "বিনিময় নোট" এবং "অনুদান চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন উক্ত "বিনিময় নোট" এবং "অনুদান চুক্তি" স্বাক্ষর করেন। জাপান সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর এন্টিরিম চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স Mr. Takeshi Matsunaga "বিনিময় নোট" এবং ঢাকায় নিযুক্ত জাইকার প্রধান প্রতিনিধি Mr. Mikio Hataeda "অনুদান চুক্তি" স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্পটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে । আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা'র গাজীপুর ও রংপুরে অবস্থিত 'আবহাওয়া রাডার সিস্টেমের' আধুনিকায়নসহ উক্ত রাডার দু'টিকে অত্যাধুনিক ডপলার রাডার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে । সময়মতো এবং অপেক্ষাকৃত নিখুঁত আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচারের মাধ্যমে নিরাপদ নৌ ও বিমান চলাচলসহ কালবৈশাখী, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা/অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে রাডার পর্যবেক্ষণে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তার অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হবে:

- রাডার কেন্দ্র থেকে ২০০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ২৭০ কিঃমিঃ/ঘন্টা নির্ণয় করা যাবে।
- রাডার কেন্দ্র থেকে ৪৫০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রতি ঘন্টায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে তার পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে।
- ঢাকাস্থ ঝড়-সতর্কীকরণ কেন্দ্রে ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রাডার ইমেজের কম্পোজিট পিকচার পাওয়া যাবে।

অধিকন্তু, ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ (অবস্থান, দিক এবং তীব্রতা) নির্ণয়, নিরাপদ নৌ ও বিমান চলাচলসহ আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্ণী প্রদান পদ্ধতি অধিকতর শক্তিশালী হবে। ফলে, বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কিত বিষয় যথা- কালবৈশাখী, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা/অনাবৃষ্টি ইত্যাদির অবস্থান ও তীব্রতা আগাম ও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যাবে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংঘটিত জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে এনে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জাপান বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশ। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। নমনীয় ঋণ ছাড়াও জাপান বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে, যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ঋণ মওকুফ তহবিলের আওতায় জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

২৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ

মনোরঞ্জন বিশ্বাস
যুগ্ম সচিব